Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ৫: এপ্রিল-জুন ২০১৬

চাঁদগড়ের রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ: আশা জাগাচ্ছে জনমনে

চাঁদগড় এলাকায় রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণের সময় 'কোমেন' সাইক্লোনের আঘাতে আংশিক সম্পন্ন হওয়া রিটায়ার্ড বাঁধটি ভেঙে ৩টি বিরাট চ্যানেলের সৃষ্টি হয়।

২০১৫-১৬ সালে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২৯ নম্বর পোল্ডারের চাঁদগড় এলাকায় দ্বিতীয়বারের মত রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ এবং চ্যানেল ৩টি বন্ধ করার কাজ শুরু করে। এই রিটায়ার্ড বাঁধটির দৈর্ঘ্য ১.০৭৫ কি.মি.। ফেব্রুয়ারি মাসে কাজটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও জমির সমস্যা এবং ঠিকাদারের অসুবিধার কারণে কাজটি দেরিতে শুরু হয়। এ কারণে চ্যানেলগুলো এখনও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে রিটায়ার্ড বাঁধ সংস্কারসহ চ্যানেলগুলো বন্ধ করার কাজ চলছে। আশা করা যায় চলতি বছরেই কাজটি শেষ হবে।

বাঁধ ভেঙ্গে চ্যানেল তৈরি হওয়ায় পুরো পোল্ডার এলাকায় পানি ঢুকে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতার, তলিয়ে গেছে ৩ হাজার একর ফসলের মাঠ, ভেসে গেছে ঘেরের মাছ, তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে পশু খাদ্যের।

চ্যানেলগুলো বন্ধ হলে জনজীবনে আবার শান্তি ফিরে আসবে, উন্নয়ন ঘটবে যোগাযোগ ব্যবস্থার, মাছ ও কৃষি থেকে আসবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ফিরে আসবে চাঁদগড় এলাকার ৫টি গ্রামের ২ হাজার পরিবারে।

চাঁদগড় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার আপার ভদ্রা নদীর পশ্চিমে এবং ২৯ নম্বর পোল্ডারের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ২০১৪-১৫ সালে নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২৯ নম্বর পোল্ডারে অবকাঠামো পুনর্বাসনের কাজ করে আসছে।

উপকূলের সম্ভাবনাময় ফসল সূর্যমুখী

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও লবণাক্ততার কারণে উপকূলের মানুষ সাধারণত বছরে দু'টির বেশী ফসল চাষ করতে পারে না। সিডর ও আইলা'র পরে মাটিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় কোন কোন এলাকা একেবারেই চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ব্লু গোল্ড পটুয়াখালী জোনাল অফিসে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপকূলীয় এলাকার জন্য লাভজনক ফসল কি হতে পারে, তা নির্ধারণ করা ছিলো এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কৃষক প্রতিনিধি এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা থেকে জানা যায়, উপকূলীয় এলাকার জন্য সূর্যমুখী, বাদাম এবং গম হতে পারে উপযোগী অর্থকরী ফসল। এরই ধারাবাহিকতায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কর্তৃক পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ও মরিচবুনিয়া ইউনিয়নে এবং বরগুনার আমতলী উপজেলার গুলিশাখালী ইউনিয়নে সূর্যমুখী চাষের ১৯টি পরীক্ষামূলক প্লট তৈরি করা হয়। সবগুলো প্লট থেকেই ইতিবাচক সাফল্য পাওয়া গেছে। এই পরীক্ষামূলক প্লটের ফলাফল অন্য কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়।

কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পেতে পারে, সেজন্য সূর্যমুখী কেনা বেচার সাথে জড়িত পাইকারদের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এলাকার কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও এলাকায় যতগুলো তেলকলে সূর্যমুখীর বীজ থেকে তেল তৈরি করা হয় তাদের ঠিকানাও সরবরাহ করা হয়েছে, যেন সহজে সবাই সূর্যমুখীর দানা থেকে তেল তৈরি করতে পারে।

সাধারণত সূর্যমুখী সারা বছরই চাষ করা যায়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস বীজ বপন করার জন্য উপযুক্ত সময়। প্রতি ১০ শতাংশ জমিতে ৪০০-৪৫০ গ্রাম বীজ সারিতে লাইন করে লাগাতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ২৫ সে.মি.। ভালো ফলনের জন্য সাধারনত দুই বার সেচ দিতে হয়, তবে জমির অবস্থা ভেদে সেচের পরিমান কম বা বেশী হতে পারে। বপন থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৯০-১১০ দিন সময় লাগে। সূর্যমুখী চাষে শ্রম এবং খরচ খুবই কম। আয় ব্যয়ের হিসাব করলে দেখা যায়, মুগডালের তুলনায় সূর্যমুখী চাষে কয়েকগুণ বেশী লাভ হয়।

ব্লু গোল্ড বার্তা

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	১৪টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমজি (পানি ব্যবস্থাপনা দল)	৩৫৪টি
সংগঠিত ডব্লিউএমজিতে অর্ন্তভুক্ত সদস্য	মোট ৮৪,৫৮০ (নারী ৩৫,৬৯৪, পুরুষ ৪৮,৮৮৬)
নিবন্ধন প্রাপ্ত ডব্লিউএমজি	৩২২টি
সংগঠিত/সক্রিয় ডব্লিউএমএ (পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন)	৩৬টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ৩৫২টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৭০টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০, মৎস্য ১৬, প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৬টি
বেড়ি বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	১৮২.৪৩৮ কিলোমিটার
স্লুইস গেইট নির্মাণ/সংস্কার	৫২টি
খাল খনন/সংস্কার	৮৪.৩০৫ কিলোমিটার
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডব্লিউএমজি সদস্য	মোট ২৬,৭৮০ (নারী ৯,৮৪৪, পুরুষ ১৬,৯৩৬)
এলসিএস এর আওতাভুক্ত সদস্য	মোট ১৮,৩০০ (নারী ৬,৭৮৫, পুরুষ ১১,৫১৫)
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	২৮টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

সম্ভাবনাময় দুধ উৎপাদন এলাকা-সাতক্ষীরা

জলবায়ু পরিবর্তন, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে সাতক্ষীরা জেলায় ফসল উৎপাদন দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। তাই কৃষক ভাবছে লাভজনক বিকল্প আয়ের পন্থা। আর এই ভাবনা থেকেই বাড়ছে গরুর খামার এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে গাভী পালন। সাতক্ষীরা থেকে প্রতিদিন ৮০ হাজার লিটার দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে দুধ ব্যবসায়ী এবং মিষ্টির দোকানগুলোতে। কৃষক পর্যায়ে উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধের উৎপাদন প্রতিদিন ১ লক্ষ লিটার পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

শরীর গঠনের সব উপাদান দুধের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় দুধ সবার জন্য আদর্শ খাবার। তাছাড়া সহজপাচ্য হওয়ায় সব বয়সের মানুষের জন্য দুধ উপাদেয়। একজন মানুষের দৈনিক দুধের চাহিদা গড়ে ২০০ মি.লি.। কিন্তু বাংলাদেশে গড় উৎপাদনের পরিমান হচ্ছে ৮০ মি.লি. যা প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। উন্নত পশু পালন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহজেই এই ঘাটতি পুরণ করা সম্ভব। উন্নত ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে পশুর বাসস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও উন্নত জাতের গাভী পালন। বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলায় গবাদি প্রাণির সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ যার মধ্যে রেজিষ্টার্ড গাভীর সংখ্যা ২ হাজারের উপরে। দুধ বাজারজাতকরণের জন্য মিল্কভিটার ১টি এবং ব্রাকের ৪টি শীতলীকরণ কেন্দ্র রয়েছে। ক্ষুদ্র চাষী পর্যায়ে দুগ্ধজাত গাভী পালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ডেইরি মডিউলের উপর কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

২ নম্বর পোল্ডারের আওতাধীন ২৮টি কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৭০০ জন সদস্য কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পাবেন। তারা এই স্কুলের মাধ্যমে দুগ্ধজাত গাভী পালনের আধুনিক কলাকৌশলের উপর জ্ঞান লাভ করবেন। খাদ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় দুগ্ধজাত গাভীর জন্য উন্নত ঘাস চাষ এবং সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত হবে। প্রশিক্ষণ পরিচালনা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও কারগরি সহায়তাসহ কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সাথে যৌথভাবে কাজ করছে।

স্মৃতিতে ভদ্রা নদী

গুরুদাস রায়
কার্যনির্বাহী সদস্য, গোপীপাগলা পানি ব্যবস্থাপনা দল

আমার বয়স ৬২ বছর। শৈশবে আমি দেখেছি ছোট বড় নদী ও খাল। এক সময়ের প্রমত্তা ভদ্রা নদী দিয়ে বুড়ি গোয়ালিনি, কালিগঞ্জ, পাটকেলঘাটা, পাইকগাছা, কয়রা ও কপিলমুনির মানুষ পালতোলা নৌকা, লঞ্চ, ষ্টিমারে খুলনায় যাতায়াত করত। মাঝি মাল্লার গান আর নৌকার দাঁড়ের শব্দে রাতে নদীর দুই পাড়ের মানুষের ঘুম ভেঙ্গে যেত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলাচলের একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা।

উজানে বাঁধ দেওয়ার ফলে এবং তলদেশে পলি জমে দিন দিন নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় ড্রেজিং এর অভাবে দেশের অন্য নদীর মত আমাদের ভদ্রা নদী আজ নিস্তেজ হতে বসেছে। ছোট বড় অসংখ্য চর জেগে উঠেছে নদীর বুকে। পর্যাপ্ত গভীরতা না থাকায় নদী দিয়ে এখন আর লঞ্চ, স্টিমার ও জাহাজ চলতে পারে না। নদীতে নেই সেই ঢেউয়ের মাতম, নেই আগের মত জোয়ার ভাটার টান। বিলুপ্ত হয়েছে বিভিন্ন জাতের মাছ। নদীকে কেন্দ্র করে যাদের জীবন-জীবিকা চলতো, বাঁচার জন্য তারা আজ বেছে নিয়েছে অন্য পেশা। আর্থিক টানাপোড়নে পড়েছে নদীর দুই পাড়ের মানুষ।

২২ ও ৩১ নম্বর পোল্ডারের সীমানার মরা ভদ্রা নদীর দুইধারে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে চিংড়ি মাছের ঘের। নদীর পশ্চিম ধারে যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়েছে পিচের রাস্তা। নদীতে এখন আর জেলের জাল ও গাংচিলের ঝাঁক দেখা যায় না। পোল্ডারে দেখা যায় না গরু মহিষ দিয়ে লাঙ্গল চাষ। রূপসা, বটিয়াঘাটা, আওশখালি ও পাইকগাছা শিবসা ব্রিজ নির্মাণের কারণে নদীর নাব্যতা হারিয়েছে। এই ব্রিজের উপর উঠলেই দেখা যায় নদীর করুণ দৃশ্য।

১৯৬৭-৬৮ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড হাবরখানা মাদুরপাল্টা, ভদ্রা, মরা ভদ্রা নদীর সীমানা দিয়ে ভেরি বাঁধ নির্মাণ করে তৈরি করে ২২ নম্বর পোল্ডার। আশির দশক থেকে এই পোল্ডারে বাংলাদেশ সরকার ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে ডিডিপি, ইআইপি, ইপসাম প্রকল্পগুলি কাজ করে আসছে। তখন থেকেই পোল্ডারে গ্রাম উন্নয়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই পোল্ডারে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুল ও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে আগ্রহী করে তুলছে। পাশাপাশি কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। ফলে জনগণের মাঝে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। এ বছর ২২ নম্বর পোল্ডারে উৎপন্ন হয়েছে প্রচুর তিল, ডাল ও তরমুজ। উৎপাদিত তরমুজ বিভিন্ন জেলায় রপ্তানি হয়েছে। তাই বর্তমানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের উপর।

ব্লু গোল্ড বার্তা

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ প্রস্তুতি

এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের উদ্বেগে দিন কাটায়। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে আগাম কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার।

দুর্যোগের আগে করণীয়:

- দুর্যোগ মৌসুম শুরু হওয়ার আগে ঘরের চাল, খুঁটি ও বেড়া মেরামত করুন;
- বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনে ঘরের ভিটা উঁচু করুন, বহনযোগ্য মাটির চুলা বানিয়ে রাখুন;
- দুর্যোগের সময় কোথায় আশ্রয় নিবেন আগে থেকেই খুঁজে রাখুন, আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার মনস্থির করলে চাবি কার কাছে আছে জেনে রাখুন;
- গবাদি পশু পাখিকে কোথায় নিরাপদে রাখা যাবে তাও ঠিক করে রাখুন;
- শস্য বীজ ভালভাবে সংরক্ষণ করুন, পুকুরের পাড় উঁচু করুন, মাছ ধরার নৌকা মেরামত করুন এবং নদীতে বা সাগরে যাওয়ার আগে রেডিও, দিক নির্দেশক যন্ত্র, বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি সাথে রাখুন;
- জরুরী ঔষধপত্র (যেমন-খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট/ফিটকিরি, গজ-ব্যান্ডেজ, স্যাভলন ইত্যাদি) ও শুকনো খাবার প্রস্তুত রাখুন;
- রেডিও, টর্চলাইট, দিয়াশলাই, মোমবাতি, জ্বালানী, নগদ টাকা ইত্যাদি মজুদ রাখুন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণদের তালিকা তৈরি করে রাখুন;
- হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্সের ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর সংগ্রহে রাখুন;
- বাড়ির দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তাল, নারিকেল, খেজুর ইত্যাদি গাছ লাগান।

আগামী সংখ্যায় থাকবে:
দুর্যোগকালীন করণীয়

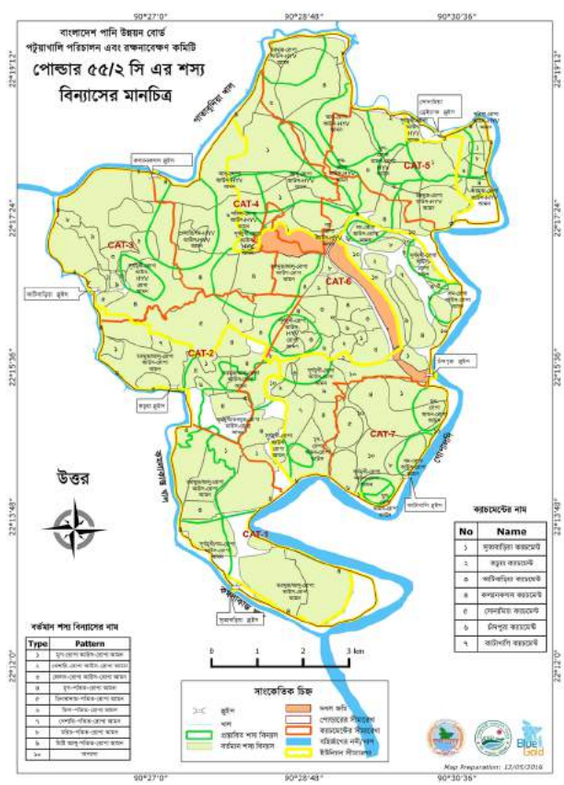

পানি এবং ভূমি ব্যবহার কর্মশালা

পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পোল্ডারের বর্তমান ও সম্ভাবনাময় শস্যবিন্যাস, পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যা (স্লুইস/ইনলেট/আউটলেট সমস্যা, পানি স্বল্পতা, জলাবদ্ধতা) এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে ৫৫/২সি এবং ৫৫/২এ পোল্ডারে ৯ মার্চ ও ৪ এপ্রিল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ছাড়াও কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর প্রতিনিধিবৃন্দ। কর্মশালায় পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত সবাইকে ইউনিয়ন অনুসারে কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক দলকেই তাদের নিজ নিজ ইউনিয়নের মানচিত্র দেওয়া হয়। মানচিত্রে দেখানো হয়, ঐ ইউনিয়নের রাস্তা, খাল, পানি ব্যবস্থাপনাকারী স্থাপনাসমূহ (স্লুইস, ইনলেট, আউটলেট), মৌজা, ক্যাচমেন্ট এবং ইউনিয়নের সীমানা। দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মানচিত্র বোঝার চেষ্টা করেন। কর্মশালায় তাদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণে উঠে আসে অনেক কার্যকরী তথ্য।

কর্মশালার শুরুতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুযায়ী তারা বিভিন্ন রং এর মার্কার ব্যবহার করেন। এভাবে তারা খুব সহজেই মানচিত্রে দেখিয়ে দিতে থাকেন বিভিন্ন রকম শস্যবিন্যাস এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের পথ। প্রত্যেক দল থেকে একজন করে তাদের নিজেদের ইউনিয়নের মানচিত্র উপস্থাপন করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কর্মশালায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং উৎসাহের কারণে মানচিত্র সম্পর্কিত আরও অনেক নতুন তথ্য উঠে এসেছে। যেমন, নতুন খালের অবস্থান, এর নাম, খালের বর্তমান অবস্থা-শুকিয়ে গেছে কিংবা মাছ চাষ হচ্ছে কী না। মানচিত্রে তারা দেখিয়ে দেন তাদের ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা, সম্ভাবনা এবং তাদের করণীয়। কর্মশালায় বিভিন্ন দল থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা মানচিত্রে উঠে এসেছে পোল্ডারের সার্বিক শস্যবিন্যাস এবং পানি ব্যবস্থাপনার চিত্র। এই চিত্রের ভিত্তিতে এলাকার জনগণ আগামীতে খুব সহজে পোল্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে।

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

খামারজাত সার উৎপাদন কৌশল

ধাপ ১: স্থান নির্বাচন
বসতবাড়ির গোশালা বা রান্নাঘরের নিকটে উঁচু জায়গায় একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে।

ধাপ ২: গর্ত তৈরি
পাশাপাশি দু'টি গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্তের মাপ হবে ৩ হাত দৈর্ঘ্য, ৩ হাত প্রস্থ এবং ২.৫ হাত গভীর। দুই গর্তের মাঝে ১ ফুট চওড়া একটি মাটির দেয়াল থাকবে। বৃষ্টির পানি যাতে গর্তে ঢুকতে না পারে সেজন্য গর্তের উপরে চালার ব্যবস্থা করতে হবে।

ধাপ ৩: সার তৈরির উপকরণ
গোবর, গৃহস্থালীর জৈব আবর্জনা, গোয়াল ঘরের আবর্জনা, গোচনা, হাঁস-মুরগির বিষ্টা, রান্না ঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, গাছের ঝরা পাতা ও ছোট ডালপালা ইত্যাদি।

ধাপ ৪: খামার জাত সার তৈরির পদ্ধতি
ভরা গর্তের আবর্জনা কোদাল দিয়ে উলট পালট করে তাতে এক মুঠ ইউরিয়া সার ছিটিয়ে কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ১ থেকে দেড় মাসের মধ্যে আবর্জনা পঁচে সারে পরিণত হবে।

ধাপ ৫: খামারজাত সারের উপকারিতা
মাটির গুনাগুন ভালো রাখে এবং উর্বরা শক্তি বাড়িয়ে ফসল উৎপাদন বাড়ায়।

পানি ব্যবস্থাপনা সাধারণ সম্পাদক থেকে ইউপি সদস্য

আমি হোসনে আরা রিনা, পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের দক্ষিণ আমখোলা গ্রামের বাসিন্দা। স্কুল শিক্ষক স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে আমাদের সুখের সংসার।

ইপসাম প্রকল্পের সময় থেকে আমি দক্ষিণ আমখোলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করে আসছি। ইপসাম প্রকল্পের সময়কাল শেষ হয়ে ব্লু গোল্ড প্রকল্প শুরু হলে, আমি ২০১৪ সালের ২৮ মার্চ দক্ষিণ আমখোলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় নির্বাচিত হয়েছি।

আমি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের অনুপ্রেরণায় সদ্য অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচন করি। নির্বাচনে আমি প্রায় ৫ হাজার ভোট পেয়েছি আর আমার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট পেয়েছেন মাত্র ৫০০ ভোট।

পানি ব্যবস্থাপনা দলে দীর্ঘদিন জড়িত থাকার কারণে আমি জনগণের সাথে মিশেছি, পরিচিত হয়েছি। বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে বেড়েছে আমার কর্ম দক্ষতা। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা আমাকে চিনেছে, জেনেছে এবং তাদের বিশ্বাস জন্মেছে আমি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী। তাই তারা সবাই আমাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সার্বিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আমার ব্যক্তিগত সুনাম এবং পরিবারের সকল সদস্যদের সমর্থন আমার এই বিজয়ের পথকে সুপ্রশস্ত করেছে। আমি দলের সকল সদস্যসহ আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে দোয়া প্রার্থী, যেন সঠিকভাবে জনসেবামূলক কাজ করে যেতে পারি।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: আনিস পারভেজ ॥ সম্পাদক: তারেক মাহমুদ ॥
সম্পাদনা পরিষদ: মো. আওলাদ হোসেন, সুমনা রানী দাশ, প্রতীতি মাসুদ ॥
সংবাদ সহায়তায়: শওকত আরা বেগম, শীতল কৃষ্ণ দাস, জয়নাল আবেদীন, ডা. মুনির আহমেদ, শামিম আহমেদ ইউসুফ, ফারজানা রহমান মৌরী, নাসরিন আকতার হাসি, মো. মোনায়েম হোসেন ॥

যোগাযোগ: নির্বাহী সম্পাদক, ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ▪ bluegoldbd.org ▪ www.facebook.com/bluegoldprogram